যুগান্তর

তারিখ 06 APR 2014

পৃষ্ঠা ২৮ কলাম

বাউফলে মডেল টেস্ট পরীক্ষার নামে অর্থ বাণিজ্যের অভিযোগ

বাউফল প্রতিনিধি

পটুয়াখালীর বাউফলে মডেল টেস্ট পরীক্ষার নামে মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে লাখ লাখ টাকার বাণিজ্য করার অভিযোগ উঠেছে। উপজেলার ৬০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ২০ হাজার শিক্ষার্থীর কাছ থেকে পরীক্ষার ফি'র নামে হাতিয়ে নেয়া হয়েছে প্রায় ৬০ লাখ টাকা।

অথচ এ পরীক্ষায় সর্বাধিক পাঁচ লাখ টাকা খরচ হতে পারে। বাকি টাকা যাচ্ছে কিছু অসাধু শিক্ষক ও ম্যানেজিং কমিটির নেতাদের পকেটে। মেধা যাচাইয়ের নামে এ পরীক্ষা নেয়া হলেও তার কোনো সুফল মিলছে না। কারণ একই বিষয়ের অভিন্ন প্রশ্নপত্রে সকালে ও বিকালে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে পরীক্ষা নেয়া হচ্ছে। সরকারি বিধিতে এ ধরনের পরীক্ষা নেয়ার কোনো সুযোগ নেই বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। আর এ বিষয়টি নিয়ে সাধারণ শিক্ষকদের মধ্যেও বিরাজ করছে অসন্তোষ। বৃহস্পতিবার থেকে বাউফল উপজেলার মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে এ পরীক্ষা শুরু হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, বাউফলে মাধ্যমিক ও নিম্নমাধ্যমিক মোট ৬০টি বিদ্যালয় রয়েছে। এসব বিদ্যালয়ে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২০ হাজার। সরকারি বিধি মোতাবেক মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের বছরে দুটি পরীক্ষা নেয়ার কথা। এর একটি হচ্ছে অর্ধবার্ষিকী আর অপরটি বার্ষিক পরীক্ষা। কিন্তু মডেল টেস্টের নামে বৃহস্পতিবার থেকে ৬০টি বিদ্যালয়ে অভিন্ন প্রশ্নপত্রে একযোগে শুরু হয়েছে 'বিশেষ পরীক্ষা'। আর এ 'বিশেষ পরীক্ষা' নিয়ে শুরু হয়েছে 'বিশেষ বাণিজ্য'। একাধিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী এবং অভিভাবক জানান, ষষ্ঠ থেকে সপ্তম শ্রেণীর প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাছ থেকে এ পরীক্ষার ফিস বাবদ ১৫০ থেকে ২৮০ টাকা, অষ্টম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাছ থেকে ৩০০ টাকা পর্যন্ত নেয়া হয়েছে। সে হিসাব অনুযায়ী গড়ে সব শিক্ষার্থীর কাছ থেকে ৬০ লাখ টাকা আদায় করা হয়েছে। এর মধ্যে পরীক্ষা গ্রহণে প্রশ্নপত্র ও উত্তরপত্রসহ সর্বাধিক পাঁচ লাখ টাকা ব্যয় হতে পারে। বাকি টাকা যাবে অসাধু শিক্ষক ও ম্যানেজিং কমিটির নেতাদের পকেটে। এদিকে ফিস নেয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের কোনো রসিদ দেয়া হয়নি। বিষয়টি নিয়ে একাধিক অভিভাবক অভিযোগ করে বলেন, তারা শিক্ষকদের কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছেন। যে কারণে শিক্ষা ক্ষেত্রে সরকারের ভালো অর্জনগুলো বিসর্জন হতে চলেছে। এ বিষয়ে প্রতিবাদ করলে তাদের সন্তানদের রোষানলে পড়তে হয়। পরীক্ষায় নম্বর কম দিয়ে মানসিক হয়রানি করা হয়।

২০ হাজার শিক্ষার্থীর কাছ থেকে আদায় করা হয়েছে প্রায় ৬০ লাখ টাকা

এ ব্যাপারে বাউফল উপজেলা শিক্ষক সমিতির সভাপতি নজরুল ইসলাম রাসেল সাংবাদিকদের বলেন, সরকারি বিধি না থাকলেও শিক্ষার্থীদের মেধা যাচাইয়ের জন্য এ পরীক্ষা নেয়া হচ্ছে। পরীক্ষার ফিস বাবদ অতিরিক্ত টাকা আদায়ের বিষয়টি তিনি খতিয়ে দেখবেন বলে জানান। বাউফল উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা জামাল উদ্দিন বলেন, নিয়মানুযায়ী বছরে দু'বার পরীক্ষা নেয়া যাবে। কিন্তু বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মেধা যাচাইয়ের জন্য স্পেশালভাবে পরীক্ষা নিলে তা দোষের কিছু নয়। সে ক্ষেত্রে যদি ফিস বাণিজ্য চলে তা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হবে। এদিকে মেধা যাচাইয়ের নামে শিক্ষার্থীদের এ মডেল টেস্ট পরীক্ষা নেয়া হলেও তার কোনো সুফল পাচ্ছে না শিক্ষার্থীরা। বৃহস্পতিবার প্রথম দিন ছিল ইংরেজি প্রথম পত্রের পরীক্ষা। সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত চলে এ পরীক্ষা। অথচ বাউফল পৌর শহরের আদর্শ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে প্রায় ৫০০ শিক্ষার্থী এ অভিন্ন প্রশ্নপত্র নিয়ে ইংরেজি পরীক্ষা দিয়েছে বিকালে। ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জাহানারা বেগম বলেন, তাদের বিদ্যালয়ে এইচএসসি পরীক্ষার কেন্দ্র থাকায় মডেল টেস্ট পরীক্ষা নেয়া হয়েছে বিকালে। এইচএসসির অন্যান্য বিষয়ের পরীক্ষা যেদিন সকালে থাকবে তাদের বিদ্যালয়ের টেস্ট পরীক্ষা ওইদিন এ অভিন্ন প্রশ্নপত্র দিয়ে বিকালে অনুষ্ঠিত হবে। এইচএসসির কেন্দ্র ছাড়া বাকি সব বিদ্যালয়ে সকালে অনুষ্ঠিত হয়েছে মডেল টেস্ট পরীক্ষা। সে ক্ষেত্রে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাচ্ছে। এদিকে শিক্ষক সমিতির এ বিধিবহির্ভূত মডেল টেস্ট পরীক্ষা নিয়ে সাধারণ শিক্ষকদের মধ্যেও দেখা দিয়েছে অসন্তোষ। নাম প্রকাশ না করার শর্তে কয়েকজন শিক্ষক বলেন, মেধা যাচাইয়ের নামে শিক্ষার্থীদের ওপর অতিরিক্ত পড়ালেখার চাপ দেয়া হচ্ছে। এর ফলে মানসিকভাবে তারা অসুস্থ হয়ে পড়ছে। শিক্ষকরাও অতিরিক্ত শ্রম দিচ্ছেন, কিন্তু পারিশ্রমিক বা সম্মানী পাচ্ছেন না। পরীক্ষার নামে আদায় হওয়া ফিসের অর্থ ভাগ করে নিচ্ছেন কিছু অসাধু শিক্ষক ও ম্যানেজিং কমিটির নেতারা। তাই সাধারণ শিক্ষকদের মধ্যে দেখা দিয়েছে অসন্তোষ।